যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

বোরহানউদ্দিনে ১১টি স্কুল ভবন গোপনে নির্মাণ!

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় প্রায় অর্ধ কোটি টাকার পুরনো ১১টি সরকারি প্রাইমারি স্কুল ভবন গোপনে পানির দরে নিলাম টেন্ডার দেখিয়ে ভেঙে নেয়ার প্রক্রিয়া করেছে স্থানীয় একটি চক্র। শিক্ষা কমিটির অনুমোদন ছাড়া এমন ভবন ভেঙে নেয়ার বিষয়টি জানাজানি হলে ওই প্রক্রিয়া স্থগিত করেন উপজেলা প্রশাসন।

উপজেলা চেয়ারম্যান মহব্বত জান চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, নতুন ভবন না করা পর্যন্ত এসব ভবন ভেঙে নেয়ার নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। এর আগে দু'দফা এভাবে আরও বেশ কিছু ভবন নিলামে ভেঙে নেয়ায় ওই সব স্কুলের শিক্ষার্থীরা এখন খোলা আকাশের নিচে লেখাপড়া করছে। তাই শিক্ষা কমিটির যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো নিলাম দেয়া যাবে না বলেও জানান উপজেলা চেয়ারম্যান। এদিকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, স্থানীয় কয়েক যুবক পুরনো এসব ভবন নিলাম ডাকের প্রক্রিয়া করে। বিষয়টি শিক্ষা কমিটির অনুমোদন না থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে নিলাম ডাক নেয়া নজরুল ইসলাম ১১টি স্কুলের মধ্যে প্রথম ৮টি নেয়ার কথা বললেও পরে জানান, তিনি ভাগে পাবেন ২টি। তিনি জানান, এসব নিলাম বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় দেয়া হয়েছিল। তারপর অফিসের মাধ্যমেই তারা নিলাম ডাকে অংশ নেন। এখানে কোনো অনিয়ম ছিল না। অপরদিক অফিসের সূত্র জানায়, ২০-২৫ বছর আগের নির্মিত এসব ভবনের তৈরি মূল্য ছিল ৪ লাখ ২০ হাজার থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত। বর্তমানে পুরনো এ ভবনের মূল্য ১ লাখের অধিক রয়েছে। গোপনে ২০-২৫ হাজার টাকায় নিলামে নেয়ার প্রক্রিয়া করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। নিলামে উঠা স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে— বাটামারা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক স্কুল, ভৈরবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক স্কুল, চর টিটিয়া সরকারি প্রাথমিক স্কুল, দক্ষিণ দৌলা শিবপুর প্রাথমিক স্কুল, বাগানবাড়ি সরকারি প্রাথমিক স্কুল, ঝিটকা সরকারি প্রাথমিক স্কুল, উত্তর পূর্ব মূলাইপত্তন সরকারি প্রাথমিক স্কুল, মধ্য বাটামারা সরকারি প্রাথমিক স্কুল, রামকেশব সরকারি প্রাথমিক স্কুল, হাজিরহাট সরকারি প্রাথমিক স্কুল। আরও দুটি স্কুলও ওই প্রক্রিয়ায় ছিল।